গল্প

গোলাপী জামার মেয়েটা

ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত

অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্কের একটা কোণায় একলাই বসেছিল মেয়েটা , চুপচাপ , মনমরা হয়ে । সবাই হেঁটে চলে যায় তার সামনে দিয়ে , কেউ মনোযোগ দেয় না , জানতে চায় না কেন ছোট মেয়েটার মুখ এত বিষন্ন । মলিন ছেঁড়া পোষাক, খালি পা , ময়লা ; মেয়েটা শুধু চুপ করে বসে থাকে আর দেখে সবাই কেমন সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে আপন খেয়ালে । সে কোনো শব্দ করে না, কাউকে ডেকে কথা বলার চেষ্টাও করে না । কত লোক ওকে দেখে, দেখেও কেউ এক দন্ড দাঁড়িয়ে যায় না ।

ঠিক করলাম পরদিন আবার যাবো , দেখবো মেয়েটা এসেছে কিনা । . . .গেলাম । ঠিক তাই । ও সেই একই জায়গায় একই ভাবে চুপ করে বসে আছে , যেখানে কাল বসেছিল , সেরকমই বিষন্ন দুঃখী চোখ । আজ আমায় নিজেই একটু উদ্যোগী হতে হবে । এগিয়ে গেলাম ওর দিকে । কাছে যেতে মেয়েটার পোষাকের পেছন দিকটা আমার নজরে এলো । পিঠের দিকটা বিশ্রীভাবে উঁচু হয়ে আছে । আমার মনে হল , বোধহয় এই কারণেই লোকে দেখেও এড়িয়ে যায় , ডেকে কথা বলার আগ্রহ দেখায় না । শারীরিক বিকৃতি এমন এক সামাজিক অভিশাপ যে প্রাথমিকভাবেই কেমন যেন এক অনীহা আসে , এগিয়ে গিয়ে সাহায্যের প্রবণতা প্রায় দেখাই যায় না ।

আমায় এগিয়ে আসতে দেখে মেয়েটা কেমন সঙ্কোচে চোখ নামায় , আড়ষ্ট হয়ে যায় । খুব কাছে যাওয়ায় ওর পিঠের গড়নটা ভালো করে দেখতে পেলাম । কুঁজ রয়েছে ছোট্ট মেয়েটার পিঠে । আমি ওর দিকে তাকালাম হাসিমুখে , বোঝাতে চাইলাম সব ঠিক আছে , আমি ওকে সাহায্য করতে চাই , কথা বলতে চাই । ওর পাশের জায়গাটাতে গিয়ে বসলাম । বললাম - ‘কি গো ’! মেয়েটা এরকম অপ্রত্যাশিত দরদী সম্বোধনে বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেল ; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমাকে দেখলো ,তারপর অস্ফূটে বলল - ‘হ্যাঁ’ । আমি এবার নরম করে হাসলাম , সেও সলজ্জ হাসি ফিরিয়ে দিল ।

আমরা কথা বললাম অনেকক্ষণ , বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামা পর্যন্ত , যখন পার্কটা পুরো নির্জন হয়ে গেছে । আমি জানতে চাইলাম সে অত দুঃখী কেন ; ও বলল - ‘কারণ আমি যে অন্যরকম, সবার মতো নই ।’ আমি হেসে বললাম - ‘সে তো ঠিকই , তুমি অন্যরকম বটেই তো !’ ওকে এবার আরো বিষন্ন দেখালো, বলল - ‘আমি জানি ।’ আমি এবার বললাম - ‘শোনো মেয়ে, তোমাকে দেখে আমার পরীর কথা মনে হয়, মিষ্টি সরল নিষ্পাপ এক দেবদূত যেন ।’

ও এবার সরাসরি আমার দিকে তাকালো, হাসলো , ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো । বলল - ‘সত্যি ?’
‘সত্যি । তুমি ছোট্ট এক দেবদূতের মত ; যেন তোমাকে পাঠানো হয়েছে অভিভাবকের মত এই দুনিয়ার চারপাশের লোকজনকে লক্ষ্য রাখতে ।’ সে হেসে মাথা নেড়ে জানালো - ঠিক । তারপর তার গোলাপী জামার পেছনের উঁচু জায়গাটা খুলে দিলো , ছড়িয়ে গেলো ভাঁজ করা দুই ডানা - ‘হ্যাঁ , আমি তাই । তোমাদের অভিভাবক দেবদূত ।’ ওর চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো ।

আমি স্তব্ধ । বিমূঢ় । সব কি ঠিকঠাক দেখছি ? সে বলল - ‘যখনই তুমি একবারের জন্যেও নিজেকে ছাড়া অন্য আরেকজনের কথা ভেবেছো , তখনই আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ।’ আমি উঠে দাঁড়ালাম - ‘দাঁড়াও ।
বলে যাও কেন এত লোকের মধ্যে কেউ এগিয়ে এলোনা এক দেবদূতকে সাহায্য করতে !’ দেবদূত আবারো আমার দিকে চেয়ে হাসলো ; বলল - ‘কারণ তুমিই একমাত্র লোক যে আমাকে দেখেছিলো । আর কেউ মন দিয়ে দেখেনি । তোমার অন্য মানুষের দিকে তাকানোর মন ছিল, তাই তুমি আমায় দেখতে পেয়েছো ।’ বলে সে ডানা মেলে উড়ল, একটু একটু করে দূরে চলে গেলো । আর , সেই ঘটনা থেকে আমার জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন এলো ।. . .

তাই, যখনই তোমার মনে হবে সব পাওয়া হয়ে গেছে , সব জানা হয়ে গেছে , মনে রাখবে - দেবদূত সব সময় তোমার ওপর নজর রাখছে । এই কথাটা তোমার সব নিকট জনের কাছে পৌঁছে দিও । আমাদের সকলেরই অন্য জনকে দরকার । বন্ধুত্বের মূল্য মাপা যায় হৃদয় দিয়ে , হৃদয় দিয়েই আরেকজনকে ঠিকঠাক দেখা যায় , মানুষের মধ্যেই দেবদূতকে দেখা যায় , যেমন আমি দেখেছিলাম সেই গোলাপী জামার ছোট্ট মেয়েটির মধ্যে ।